দৈনিক জনকণ্ঠ

97

তারিখ 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

অশান্ত শিক্ষাঙ্গন

মাত্র গত ১৯ এপ্রিল রবিবার নড়িয়া কলেজের রজতজয়ন্তি অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা শিক্ষাঙ্গনে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কথাটা মাটিতে পড়তে সময় পায়নি, গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে শত শত রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়ে গেল। ছাত্রের মূল্যবান প্রাণহানি ঘটল। গুলিতে মারা পড়ল সিন্ধি জাতের একটি অস্ট্রেলিয়ান গরুও। পুলিশকে বহু রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে, তিনটি হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে হলের সাধারণ ছাত্রসহ সবার ওপর বেধড়ক ও বেপরোয়া পাইকারী লাঠিচার্জ করে এবং একটি হলের প্রভোস্টকেও আহত করে রিভলবার, পিস্তল, গুলি—এসব উদ্ধার করে, ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের' চেষ্টা করতে হলো। কিন্তু তারপরেও কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে? বলা যাবে? গত শনিবারের জনকণ্ঠ রিপোর্টে আছে ঃ বৃহস্পতিবার সংঘর্ষের সময় নিহত হওয়া ছাত্রদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক লেফটেন্যান্ট ধরা পড়েছে। আবার একটি ছাত্র সংগঠন সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, বুধবার অপর ছাত্র সংগঠনটি একটি হলে অবস্থান নেয়ার পর ঐদিন গভীর রাতে সংগঠনের প্রথম সারির নেতারা তাঁদের মূল রাজনৈতিক সংগঠনের কয়েক নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

তাছাড়া ছাত্র হত্যার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা বুয়েটেও ব্যাপক ভাংচুর ও মারধর করেছে। উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও। নিহত ছাত্র পার্থ'র দেশের বাড়ি মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অর্ধদিবস হরতাল হয়েছে। এরপরও শনিবার পার্থ'র স্মরণে শোক র‍্যালি হয়েছে। রবিবার রাজধানীর কয়েকটি মোড়ে প্রতিপক্ষ সংগঠনের ছাত্রদের অবস্থান কর্মসূচী পালিত হওয়ার সময় পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ধরপাকড় চলে। এসব ঘটনা থেকেই বলা যায়, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের চেহারা দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে।

গত শুক্রবারের জনকণ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী কর্তৃক ভর্তিচ্ছু ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনার সূত্র ধরে ক্যাম্পাসে অনভিপ্রেত ঘটনাটির সৃষ্টি হয়। বুধবার বিকালে ক্যাম্পাসে দু'টি সংগঠনের সংঘর্ষের পর রাতভর এবং শুক্রবারও ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। বৃহস্পতিবার সকালে দু'সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয় মধুর ক্যান্টিনে। এর পরই দু' সংগঠনের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ চলতে থাকে। একটি সংগঠনের ছাত্ররা তিনটি হলে এবং অপর সংগঠনের ছাত্ররা মল চত্বরে অবস্থান নেয়। পুলিশ নাকি ঐসময় ভয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের দেয়াল ঘেঁষে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। দু'ছাত্র সংগঠনের মুখোমুখি সংঘর্ষকালে একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থপ্রতিম আচার্য প্রথমে গুলিবিদ্ধ হলে হাসপাতালে তাকে জরুরী বিভাগে রক্ত দেয়া প্রায় শুরু হওয়ার পরেই কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পার্থ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে এ বছর মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে আজকের কাগজে সাব এডিটর হিসাবেও কর্মরত ছিল। অতিসম্প্রতি সে পাক্ষিক অনন্যায়ও যোগদান করেছিল। সম্প্রতি বিয়েও করেছিল। এবং তার স্ত্রী নাকি সন্তানসম্ভবা। এ রকম সম্ভাবনাপূর্ণ এক জীবন শেষ হয়ে গেল ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ছাত্রসংঘর্ষে। অনেক পরিবারেই এভাবে আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসছে। আগেও এ রকম অবস্থাই ঘটেছে। যারা নিহত হয়েছে, তাদের অধিকাংশ সদ্যবিবাহিতও ছিল। পার্থর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এরপর তার জগন্নাথ হলে ব্যাপক শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও তার লাশ নিয়ে মৌন মিছিলও হয়। এ সঙ্গে গুলিতে যারা আহত হয়, তারাও পার্থরই সংগঠনের কর্মী এবং তাদের মধ্যেও একজন জুয়েল হলো ভূগোল বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র, অপর একজন—জাহাঙ্গীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্সের ছাত্র। এ থেকে দেখা যায়, কী ভয়াবহ এক অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা আজ গ্রাস করে ফেলেছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে এবং বারংবার তা প্রাণঘাতী সংঘর্ষে রূপ নিয়ে ফেলছে। শুক্রবার জনকণ্ঠ রিপোর্টেই আছে, স্বাধীনতাপরবর্তী গত ২৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৬২ জন খুন হয়েছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর মামলা হয়েছে, এবারেও তা হয়েছে, প্রতিবারের মতো এবারেও যথারীতি সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় তদন্ত কমিটিও হয়েছে, কিন্তু হলে কী হবে, কোনদিনই তদন্ত-রিপোর্ট সূর্যের মুখ দেখেনি এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস-সংঘর্ষ-খুন-জখমও বন্ধ হয়নি।

এবারের সংঘর্ষের জের চলতে থাকলে বিক্ষুব্ধ সংগঠনের ছাত্ররা ডাকসু অফিসও জ্বালিয়ে দিয়েছে। দুপক্ষই সংবাদ সম্মেলন করে পরস্পরের ওপর এই খুন-জখমের দায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। দু'পক্ষই পরবর্তী প্রতিবাদমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ দেশের বিভিন্ন সংগঠন যথারীতি সভা করে ও বিবৃতি দিয়ে এ ঘটনার নিন্দা করেছে এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। এসবই গৎবাঁধা কার্যক্রম মাত্র। এগুলোর কোনটিই ক্যাম্পাসে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আশ্বাস ও অঙ্গীকার বহন করেনা।

লক্ষণীয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বারংবারই দেশে সমঝোতা ও সহিষ্ণুতার রাজনীতি করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে গত ১৯ এপ্রিল নড়িয়া কলেজের রজতজয়ন্তি অনুষ্ঠানে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইতোপূর্বে বার বার তিনি দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ছাত্রনামধারী কিছু সন্ত্রাসী শিক্ষাঙ্গনে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে গোটা ছাত্রসমাজের সুনাম নষ্ট করছে। আর এ অপরাধীরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশবাসীর দুর্ভাগ্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির এসব হুঁশিয়ারিমূলক বক্তব্যের প্রতি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ কোন দলই তেমন একটা কর্ণপাত করছে বলে কেউ মনে করতে পারছে না। বরং প্রধান একটি দলের নেতানেত্রী গত বুধ ও বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর একপেশে বক্তব্যই রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য কি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য যথেষ্ট?

বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ক্যাম্পাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যকার সমঝোতা আদৌ যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারেনা, বারংবারই সে-রকম সমঝোতা নিষ্ফল ও ভঙ্গুর প্রমাণিত হয়েছে। সেদিক থেকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দেশবাসী ও দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত উল্লিখিত ধরনের সমঝোতাই শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে, অন্য কিছু নয়। দেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে চলে যাওয়ার আগেই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে এ ব্যাপা যথাযথ সচেতনতা ও উপলব্ধি সৃষ্টি হবে, সর্বান্তকরণে আমরা মাত্র এই কামনাই করছি।